যুগান্তর

তারিখ 28 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

হাঙ্গামা ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের কারণে সকালেই শিক্ষক সমিতির নির্বাচন পণ্ড : দুপুরে নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

ভোট গ্রহণের সময় নির্বাচন কেন্দ্রে হামলা, ভাংচুর, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও ভোটকক্ষে তালা ঝুলানোর ফলে গতকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পুলিশের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটে। নির্বাচন বানচালের সঙ্গে সরকার দলীয় সমর্থক বলে পরিচিত এক শ্রেণীর শিক্ষক, শিক্ষক সমিতিবহির্ভূত চিকিৎসক ও কিছু কর্মচারী নেতা জড়িত বলে বিরোধী দলীয় সমর্থক পরিষদের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন। সরকার দলীয় সমর্থক বলে পরিচিত প্যানেলের নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগ অস্বীকার

নির্বাচন : পৃষ্ঠা ৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে

নির্বাচন : স্থগিতাদেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের দোতলায় শিক্ষক লাউঞ্জ সংলগ্ন একটি কক্ষে সকাল ৯টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মবিন খান যুগান্তরকে বলেছেন, তিনি নির্বাচন বানচাল, ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা জানেন না এবং নির্বাচনের ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি তাকে অবহিত করেনি। শিক্ষক সমিতির নির্বাচন প্রশাসনের কোন বিষয় নয়। পুলিশ তিনি ডাকেননি বলে জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরিচয় দিয়ে কেউ পুলিশ ডেকে থাকতে পারে।

গতকাল সকাল ৯টায় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন শুরু করা হয়। সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ ১৮৭ জন ভোটারের মধ্যে ৫১ জন ভোটদান করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এই পর্যায়ে ২৫-৩০ জন লোক ভোট কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে নির্বাচন কমিশন এবং উপস্থিত ভোটার, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। মহিলা ভোটাররা ভয়ে অন্যত্র সরে পড়েন। হামলাকারীরা উপস্থিত শিক্ষক ও চিকিৎসকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্সসহ সমুদয় কাগজপত্র নিয়ে যায়। তারা শিক্ষক লাউঞ্জ কেন্দ্রের দরজা-জানালার কাচ ভাংচুর করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভয়ে পালিয়ে যান। এ অবস্থায় তারা নির্বাচন কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ডা. আমিন-কনক পরিষদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রমনা থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সভাপতি ডা. আবু সফি আহমেদ আমিন ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া অভিযোগ করেছেন, প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে সন্ত্রাসীরা ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও নির্বাচন বানচালের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা এ ধরনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার দাবি করেন। সন্ত্রাসীদের হামলার আগ মুহূর্তে অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, ডা. নজরুল ইসলাম ও ডা. সদরুল হাসান এসে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং এক পর্যায়ে তারা শাসিয়ে চলে যান। এরপরও নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অব্যাহত রাখে। এদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় জেনারেল ডায়রি করা হয়েছে। থানা ডায়রি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তারা অভিযোগপত্র ওসির কাছে রেখে আসেন বলে জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বিএমএ'র সাবেক মহাসচিব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ডা. মোঃ আলী আসগর মোড়ল, ডা. আবুল খায়ের মোঃ সালেক, বিএমএ'র সাবেক নেতা ডা. শারফউদ্দিন আহমেদ, ডা. এমএ আজিজ, ডা. আবু নাসার রিজভি, ডা. জাকারিয়া স্বপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরকার দলীয় সমর্থক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ডা. সাইফুল ইসলাম জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, নির্বাচন বানচাল বা ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের সঙ্গে তিনি বা তার পরিষদের কেউ জড়িত নন। এটি একটি সাজানো নাটক। তিনি জানান, নির্বাচন থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচনের আগের তিনদিন ঢাকার বাইরে ছিলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সাধারণ শিক্ষকদের কাছে জানতে পারেন যে একটি অবৈধ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অতঃপর তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি পর্যায়ে ব্যালট বাক্স গায়েব করেন এবং নির্বাচনী কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন। তারা বর্তমান নির্বাচনকে বাতিল করে সমিতির গঠনতন্ত্রের আলোকে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। এ সময় সরকার দলীয় সমর্থক পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক আতাই রাব্বি, ডা. মঈন উদ্দিন, ডা. সেলিনা, ডা. হাবিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ আগে থেকেই শিক্ষকদের মধ্যে জোর নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হয় এবং নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নিয়মাবলী পালন সাপেক্ষে দু'পক্ষই নির্বাচনে তাদের স্ব স্ব প্যানেল ঘোষণা করে। বিরোধীদলীয় সমর্থক বলে পরিচিত ডা. আমিন ও ডা. কনক পরিষদ এবং সরকার দলীয় সমর্থক বলে পরিচিত সভাপতি পদপ্রার্থী না থাকায় ডা. সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিষদ ঘোষণা করা হয়। সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক, দফতর সম্পাদক এবং সমাজসেবা সম্পাদক পদে প্রার্থী না থাকায় নির্বাচন কমিশন বিরোধীদলীয় পরিষদের ডা. আবু সফি আহমেদ আমিন, ডা. মোঃ আলী আসগর মোড়ল এবং ডা. মোঃ কামরুল হাসান জায়গীরদারকে যথাক্রমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। এ অবস্থায় গত ২৪ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক অফিস আদেশবলে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী হাইকোর্টে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য একটি রিট আবেদন পেশ করেন। হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস আদেশ স্থগিত ঘোষণা করেন এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন। ফলে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সব বাধা অপসারিত হয়। হাইকোর্টের আদেশবলেই পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব গতকাল শিক্ষক সমিতির নির্বাচন শুরু করেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন সম্পর্কে গত সোমবার হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা মঙ্গলবার স্থগিত করে দিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করলে নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়া হয়।

ঘটনার নিন্দা

আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবি সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন বানচালের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে।

আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সরকারের মদদপুষ্ট শিক্ষকরা নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি নিশ্চিত জেনে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছেন।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট নেতা বদরুদ্দীন উমর, ফয়জুল হাকিম, বিএমএ'র সাবেক মহাসচিব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডা. এএফএম রুহুল হক পৃথক বিবৃতিতে নির্বাচনের সময় সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা করে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।